

সিপিডি-এশিয়া ফাউন্ডেশন পরিচালিত গবেষণা
“প্রান্তিক যুবসমাজের কর্মসংস্থানে সরকারি পরিষেবার ভূমিকা”

মূল প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ

২১ জানুয়ারি, ২০২০; ঢাকা

সূচিপত্র

১. সূচনা ও গবেষণার উদ্দেশ্যঃ “২০৩০ সালের মধ্যে ৩ কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি”	3
২. গবেষণা পদ্ধতি.....	3
৩. প্রাস্তিক যুবসমাজের চ্যালেঞ্জ, সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা এবং করণীয়	4
৩.১ জীবন ও জীবিকার চ্যালেঞ্জ ও সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা.....	4
৩.২ শিক্ষা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ ও সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা.....	5
৩.৩ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ ও সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা.....	6
৩.৪ কর্মসংস্থান সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ ও সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা.....	7
৪. উপসংহার ও পরবর্তী করণীয়ঃ.....	8

১. সূচনা ও গবেষণার উদ্দেশ্যঃ “২০৩০ সালের মধ্যে ৩ কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি”

বাংলাদেশের বিগত দশকের ধারাবাহিকতায় আগামী দশকের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনমিতিক লভ্যাংশের (Demographic Dividend) ভূমিকার ক্ষেত্রে শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী বিশেষত যুব সমাজ অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে। প্রচলিত অর্থে ১৫ হতে ২৪ বছর বয়সীদের যুবসমাজ হিসেবে গণ্য করা হয়— দেশে যাদের মোট সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ। এ বয়সসীমা ১৫-২৯ বছর হলে এ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২ কোটির মতো— যা মোট শ্রমগোষ্ঠীর প্রায় ৩০ শতাংশ। কিন্তু যুব জনগোষ্ঠীর এক বৃহদাংশ বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। প্রায় ১২.২ শতাংশ যুবক/ যুবতী বেকার যার মধ্যে ৭৪ লক্ষ কোন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ বা কর্মসংস্থানে যুক্ত নেই; এ যুব জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ “প্রান্তিক” সমাজভুক্ত, যারা শহুরে শিক্ষিত যুবগোষ্ঠীর বাইরে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত। ফলে আন্তর্জাতিক যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৬ এ বাংলাদেশ এর অবস্থান বিশ্বের ১৮৩ টি দেশের মধ্যে ১৪৬তম। এ দুর্বল অবস্থানের অন্যতম কারণ- যুবকদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান ও সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারা (অবস্থান ১৭৭তম) এবং যুবকদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে না পারা (অবস্থান ১৪০তম)।

সাম্প্রতিককালে, সরকার যুব উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম এজেন্ডা হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় যুবনীতি ২০১৭, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০, এবং বর্তমান সরকারের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে যুব কর্মসংস্থান বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য হলো- ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে নতুন ৩ কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, যার সিংহভাগই হবে যুবসমাজের জন্য। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা’র ২০২৪ এবং ২০৩০ এর কর্মসংস্থান প্রক্ষেপণ থেকে জানা যায়, বর্তমান কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধি হারে (২.৪%) এ সময়কালে দেশে ১ কোটি ৪৯ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হবে। অর্থাৎ ২০৩০ সালের মধ্যে সরকারের ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রার মাত্র অর্ধেক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। এর অর্থ দাঁড়ায় প্রচলিত পন্থায় সরকারের ঘোষিত কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা— বিশেষতঃ যুব জনগোষ্ঠীর জন্য প্রত্যাশিত কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো- এই নতুন কর্মসংস্থানে প্রান্তিক যুবগোষ্ঠীর সুযোগ কতটা নিশ্চিত হবে? এ কর্মসংস্থানে সরকারি বিভিন্ন পরিষেবা বিশেষত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সম্পর্কিত পরিষেবার মাধ্যমে প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠী নিজেদের কতটুকু সক্ষম ও দক্ষ বিশেষতঃ মূলধারার শিক্ষিত যুব জনগোষ্ঠীর সমতুল্য করে তুলতে পারবে তা জানা বিশেষ জরুরী।

সরকারের ঘোষিত এ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) বাস্তবায়নকে বহুলাংশে ত্বরান্বিত করতে পারে। সরকারি পরিষেবার কার্যকর বাস্তবায়ন এ লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক। সরকারি এ পরিষেবা সঠিকভাবে প্রদান করা সরকারের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর ১৬তম লক্ষ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক (১৬.৬.১ এবং ১৬.৬.২)। বর্তমানে এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ চলছে।

এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণায় প্রান্তিক যুবগোষ্ঠীর জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান যারা শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান এর সাথে জড়িত তাদের পরিষেবার কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় মানোন্নয়নের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সিপিডি-এশিয়া ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এক্ষেত্রে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্লাটফর্ম, বাংলাদেশ সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে।

২. গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় মূলতঃ প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠীকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে- যারা জাতীয় যুবনীতিতে বর্ণিত ১৬ টি বিভিন্ন যুব জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিবেচনার ক্ষেত্রে ভট্টাচার্য, খান ও খান (২০১৭) এ ১২ টি সূচক বিবেচিত হয়েছে। এসব সূচকগুলো হলো— আয়, জেন্ডার, ভৌগোলিক অবস্থান, জীবনচক্র, নাগরিক পরিচয়, শারীরিক অক্ষমতা, শিক্ষা ও দক্ষতা, স্বাস্থ্য, কর্ম, ধর্ম ও সম্প্রদায়, লৈঙ্গিক পরিচয় এবং দুর্যোগ। বর্তমান গবেষণায় এর মধ্যে চারটি সূচককে বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠীর ওপর সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। এ চারটি জনগোষ্ঠী হলো-

- ক) ধর্ম ও সম্প্রদায়গত প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠীঃ ঠাকুরগাঁওয়ের সমতল আদিবাসী;
- খ) দূর্যোগ আক্রান্ত প্রান্তিক যুবগোষ্ঠীঃ শহুরে বস্তিবাসী;
- গ) শিক্ষা ও দক্ষতার কারণে প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠীঃ মাদ্রাসা শিক্ষার্থী; এবং
- ঘ) ভৌগোলিক কারণে প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠীঃ সিলেটে অবস্থানরত শহুরে যুব জনগোষ্ঠী।

বর্তমান গবেষণায় সরকারি পরিষেবার বিশ্লেষণে— ১) দক্ষতা (Efficiency), ২) স্বচ্ছতা (Transparency) ও ৩) জবাবদিহিতাকে (Accountability) বোঝানো হয়েছে।

- ক). দক্ষতা হলো নির্দিষ্ট সম্পদ ব্যবহার করে সরকারি পরিষেবার সর্বোত্তম ফলাফল নিশ্চিত করা;
- খ). স্বচ্ছতা হলো জনঅধিকার বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জনসাধারণের কাছে তার কর্মকান্ড সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য/ উপাত্ত সরবরাহ করা;
- গ). জবাবদিহিতা হলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আইনগতভাবে পালনীয়/ করণীয় বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট উত্তর দিতে বাধ্য থাকা।

নির্ধারিত চার যুব জনগোষ্ঠীর সঙ্গে চারটি আলাদা কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিলো। এসব কর্মশালায় সর্বমোট ৩৩৩ জন অংশগ্রহণ করেছেন, যার সিংহভাগই প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠীর। এ কর্মশালাগুলোর উদ্দেশ্য ছিলো-

- ক) তাদের দৈনন্দিন জীবন-জীবিকার চ্যালেঞ্জ ও সরকারি পরিষেবার ভূমিকা সম্পর্কে জানা;
- খ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ ও সরকারি পরিষেবার প্রাপ্তি সম্পর্কে জানা; এবং
- গ) কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং সরকারি পরিষেবার সুযোগ সম্পর্কে জানা।

এসব কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মতামত জরিপেও অংশ নেয়। প্রতিটি কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ অংশ নেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের ওপর উত্থাপিত প্রশ্ন/ বিষয়ে মতামত দেন। বর্তমান রিপোর্টটি এসব কর্মশালার মতামত ও জরিপের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে।

বর্তমান প্রতিবেদনে প্রান্তিক যুবগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জকে মূলত তাদের জীবন চক্রের পৌনপুনিক চ্যালেঞ্জের ফলাফল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এজন্য এ প্রতিবেদনে মূলত চারটি চ্যালেঞ্জ উত্থাপিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে সরকারি পরিষেবার ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। এগুলো হলো-

- ক) জীবন ও জীবিকার চ্যালেঞ্জ;
- খ) শিক্ষার চ্যালেঞ্জ;
- গ) প্রশিক্ষণের চ্যালেঞ্জ; এবং
- ঘ) কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ।

৩. প্রান্তিক যুবসমাজের চ্যালেঞ্জ, সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা এবং করণীয়

৩.১ জীবন ও জীবিকার চ্যালেঞ্জ ও সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা

প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠীর বিভিন্নমুখী জীবন/ জীবিকার চ্যালেঞ্জের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো স্থায়ী বাসস্থানের নিশ্চয়তা না থাকা। গবেষণায় দেখা গেছে, শতভাগ বস্তিবাসী যুব জনগোষ্ঠী, প্রায় শতভাগ আদিবাসী যুব জনগোষ্ঠী এবং প্রায় ৮ শতাংশ মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর পরিবারের বসতভিটা নেই। বাসস্থানের ক্ষেত্রে তারা সরকারি বা বেসরকারি উন্মুক্ত স্থানকে বেছে নেয়। সরকারের বিভিন্নমুখী তৎপরতায় বিভিন্ন পরিষেবা যেমন বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদির প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে লক্ষণীয়

উন্নতি হয়েছে। শহুরে বস্তিবাসী যুবগোষ্ঠী প্রায় শতভাগ বিদ্যুৎ ও পানি সুবিধা পাচ্ছে; ৮৮ শতাংশ নিরাপদ পায়খানা ব্যবহার করছে। নিরাপদ পানির জন্য বেসরকারি উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। তবে বাসস্থানজনিত সংকট প্রকটতর হচ্ছে। এসব সংকটের ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ খুব একটা সহযোগিতামূলক নয়। বরং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিয়মিত উচ্ছেদের হুমকির মুখে থাকতে হয়। বস্তিবাসী ৭ শতাংশ যুবক ও তার পরিবার বাসস্থান থেকে উচ্ছেদের শিকার হয়েছে বলে মতামত দিয়েছে। এর ফলে এসব যুবকদের শৈশবজীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটে। জীবনের ভবিষ্যত লক্ষ্য সীমিত হয়ে যায় এবং এরা ক্ষুদ্র কিছু লক্ষ্য নিয়ে জীবন-জীবিকার চাহিদা পূরণে ব্রতী হয়। অন্যদিকে তাদের বাসস্থানের নিশ্চয়তা করার ব্যাপারে সরকারি মৌখিক ভাষ্য থাকলেও কোন বিশ্বাসযোগ্য তথ্য তাদের দেওয়া হয়না। এসব ক্ষেত্রে সরকারি পরিষেবায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি লক্ষণীয়। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর বিভিন্নমুখী উদ্যোগ রয়েছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য— জীবিকা নির্বাহে তা ভূমিকা রাখলেও বাসস্থান সমস্যার ক্ষেত্রে তা পর্যাপ্ত নয়।

করণীয়ঃ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারের অন্যান্য সামাজিক উদ্যোগের পাশাপাশি বাসস্থান সংক্রান্ত বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ জরুরী। এক্ষেত্রে বাসস্থানের বিষয়টি উন্মুক্ত বা অনিষ্পন্ন না রেখে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামর্থ্যের বিবেচনায় তাদের সুবিধাজনক এলাকায় বাসস্থানের ব্যবস্থা করা জরুরী। এসব জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকার সংকট নিরসনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা উল্লেখযোগ্য কাজ করছে। সরকারের উচিত হবে আরও কার্যকরভাবে প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নের জন্য এসব সংস্থাকে ব্যবহার করা, বিশেষত বাসস্থান ও অন্যান্য পরিষেবার সমস্যা সমাধানের জন্য।

৩.২ শিক্ষা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ ও সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা

সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও প্রান্তিক যুবগোষ্ঠী এর সুযোগ পুরোপুরি পাচ্ছেনা। সমতল আদিবাসী এবং সিলেটে শহুরে যুব জনগোষ্ঠীর প্রায় ৫০ শতাংশ মনে করে— তাদের স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় পর্যায়ে মান সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের চেয়ে গড়ে অধিক বা তার চেয়ে নিম্নমানের। পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব, দক্ষ শিক্ষকের ঘাটতি, মাতৃভাষায় পাঠদানের সুযোগ না থাকা (আদিবাসীদের জন্য), এবং পর্যাপ্ত ধর্মীয় শিক্ষক না থাকা ইত্যাদি শিক্ষা থেকে প্রান্তিক যুবগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করছে। সরকারের বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী থাকার পরও শিক্ষার অন্যান্য ব্যয় মেটাতে তাদের বেগ পেতে হয়। ২০১৬ সালের খানার আয় ও ব্যয় নির্ধারণ জরিপ অনুসারে, প্রায় ৮৮ শতাংশ যুবক শিক্ষাকালে কোন বৃত্তি পায়নি, ৮১ শতাংশ কোন বেতন-ছাড়া পড়তে পারেনি, ৬.৭ শতাংশ যুবগোষ্ঠী স্কুলের পরীক্ষায় বেতন দিতে পারেনি। পাশাপাশি ৬ শতাংশ যুবগোষ্ঠীর স্কুল পোশাক এবং ৬.৫ শতাংশ যুবগোষ্ঠীর স্কুলে টিফিনের জন্য আলাদা ব্যয়ের সামর্থ্য ছিল না। অবশ্য কোন কোন প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠী স্কুল বৃত্তি পেয়ে থাকে (যেমন- সমতল আদিবাসী)। তবে এসব বৃত্তি অল্প পরিমাণে স্বল্প পরিসরে দেয়া হয় বলে সকলে এর সুবিধা পায়না। দেখা গেছে একটা বড় অংশের প্রান্তিক যুবগোষ্ঠী প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা পেরোয় না— এরা কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এসব শিক্ষার্থী আইসিটি শিক্ষার সুযোগ খুব কম পরিসরেই পায়। তাদের পক্ষে আর্থিক কারণে নিজস্ব উদ্যোগে কলেজ পর্যায়ে পড়াশুনা করা বা আইসিটি সংক্রান্ত শিক্ষা নেয়া সম্ভব হয়না। ফলশ্রুতিতে কর্মক্ষেত্রে তারা দুর্বল শিক্ষা ও আইসিটি শিক্ষাবিহীনভাবে প্রবেশ করছে—যা তাদেরকে অদক্ষ/ স্বল্প দক্ষ কাজের বৃত্তে আটকে রাখে।

করণীয়ঃ সরকারের উচিত হবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বৃত্তির পরিমাণ ও পরিধি বিস্তৃত করা। সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে স্কুলে পর্যাপ্ত দক্ষ শিক্ষকের ব্যবস্থা করা, এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। সরকারের উচিত হবে প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে তাদের কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ এবং আইসিটি শিক্ষার ব্যবস্থা করা। স্বল্পমূল্যে কম্পিউটার কেনার/ ইন্টারনেট ব্যবহার করার সুযোগ করে দেয়া যা তাদের আইসিটি সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতার পরিধি বাড়াবে।

প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠী যে নূন্যতম শিক্ষা পেয়ে থাকে সেখানে সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা নিতান্ত অপ্রতুল। এ যুব জনগোষ্ঠী শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি ও তাদের প্রতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেতিবাচক মনোভাব এবং দায়বদ্ধতাহীন পরিষেবার মুখোমুখি হয়। শারীরিক প্রতিবন্ধী, লৈঙ্গিক পরিচয়ের শিক্ষার্থী (বিশেষভাবে LGBT), বস্তিবাসী বা মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি পরিষেবার দায়বদ্ধতা বহুলাংশে অনুপস্থিত। অধিকন্তু এসব শিক্ষার্থীরা দুর্বল শিক্ষা, কারিকুলাম ও অদক্ষ স্কুল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কারণে উপযুক্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। স্কুলগুলোতে বিশেষতঃ মাদ্রাসায় সাধারণ শিক্ষার শিক্ষকের অপ্রতুলতা, পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণের অভাব, অংক ও ইংরেজী শিক্ষকের ঘাটতি, এবং সার্বিকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনে প্রবেশের অন্যতম অন্তরায়।

করণীয়ঃ শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত কার্যকর বিধিবদ্ধ কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি (SOP) থাকা বিশেষ জরুরী এবং তা নিয়মিত মনিটরিং করা দরকার। এসব পরিচালন পদ্ধতি শহরাঞ্চলের বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালনা করা বেশি জরুরী। স্কুলে অংক, ইংরেজী ও অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের জন্য দক্ষ শিক্ষকের ব্যবস্থা থাকা জরুরী।

৩.৩ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ ও সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা

আশার কথা দেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়ছে। প্রায় ৬০ শতাংশ মনে করে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় গড়ে ৫০ শতাংশ বা তার উপরে মানসম্পন্ন। তবে মানের দিক থেকে তা আশাপ্রদ নয়— ফলে এসব প্রশিক্ষণ নেবার চাহিদা সেভাবে বাড়ছে না। প্রান্তিক যুবগোষ্ঠী প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বর্তমান বাজারের চাহিদা নির্ভর বিয়য়ে প্রশিক্ষণ নিতে বেশি উৎসাহী। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি পরিষেবা এসব পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে পরিবর্তন আনতে পারছে না। ফলশ্রুতিতে, এসব প্রশিক্ষণ একজন প্রশিক্ষার্থীকে অপ্রতিষ্ঠানিক খাতে কাজের জন্য সুযোগ করে দেয়- যা দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে দক্ষ কাজের সুযোগ সীমিত। স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৯৬ শতাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠান, সরকারি সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসা থেকে ভোকেশনাল, এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। এদের মধ্যে বেসরকারি এবং সরকারি সহযোগিতায় পরিচালিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও প্রশিক্ষার্থী কম নয়।

করণীয়ঃ এসব প্রশিক্ষণকে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মানদণ্ডে উন্নীত করে স্বীকৃত দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া এসব প্রশিক্ষণকে ধাপে ধাপে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানদণ্ডে উন্নীত করা জরুরী। বেসরকারি খাতের দক্ষ জনবল চাহিদা নিয়মিত মূল্যায়ন করে, প্রশিক্ষণ কারিকুলামে মানোন্নয়ন জরুরী। যেসব নতুন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনায় বিদ্যমান প্রশিক্ষকদের দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে, সেক্ষেত্রে বেসরকারি পর্যায়ে থেকে প্রশিক্ষক নেবার ব্যবস্থা করা জরুরী। এসব প্রশিক্ষণ পরিচালনায় এনজিও এর সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। প্রান্তিক যুবগোষ্ঠীর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বৃদ্ধি করতে সরকারি বরাদ্দ বাড়ানো জরুরী।

তবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী প্রায়শই সরকারি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। সরকারি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানানোর খুব একটা তাগিদ এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দেখা যায় না। এসব প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রায়শই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কোটা থাকে না। ফলে প্রশিক্ষণ ব্যয়, নিবন্ধন ব্যয়, যাতায়াত ও অন্যান্য ব্যয় মিলিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে এসব প্রশিক্ষণ ব্যয়বহুল মনে হয়। এসব প্রশিক্ষণ শহরকেন্দ্রিক হবার কারণে শহরাঞ্চলের বাইরে অবস্থানরত প্রশিক্ষণ-প্রত্যাশী প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠীর জন্য তা নেয়া কষ্টকর হয়। এসব প্রশিক্ষণের বিজ্ঞাপন শহরাঞ্চলের বাইরে প্রায় অনুপস্থিত। ক্ষেত্রবিশেষে বেসরকারি খাত ও এনজিও পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শহরাঞ্চলের বাইরে অবস্থানরত যুবগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে ভূমিকা রাখছে।

করণীয়ঃ সরকারের উচিত এসব প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য সহজে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো, তাদের জন্য কোটার ব্যবস্থা করা, এবং তাদের প্রশিক্ষণ ব্যয় বিকল্প উৎস থেকে মেটানোর ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি মোবাইল অ্যাপ ভিত্তিক এবং মোবাইল ল্যাব ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু করা— যাতে নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে অবস্থানরত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এই প্রশিক্ষণের সুযোগ পেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা সহযোগিতার মাধ্যমে তথ্য পৌঁছানো, প্রশিক্ষার্থী নির্বাচন, প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান বা প্রশিক্ষণ প্রদানের মতো কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। সাম্প্রতিককালে সরকার

যুবকদের ডেটাবেইস তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব ডেটাবেইসে সারাদেশের যুবকদের শিক্ষা, ও প্রশিক্ষণ, সংক্রান্ত তথ্যাদির পাশাপাশি যুবকদের প্রত্যাশিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা জরুরী।

৩.৪ কর্মসংস্থান সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ ও সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা

প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠী স্থানীয় পর্যায়ে সীমিত কাজের সুযোগ দেখতে পায়। সিলেটের প্রায় ৭৩ শতাংশ যুবক এবং ঠাকুরগাঁয়ের সমতল আদিবাসীদের প্রায় ২৬ শতাংশ নিজ এলাকায় চাহিদামতো কাজের সুযোগ গড়পড়তার নিচে বলে মনে করে। সিলেটের শহুরে ৯০-১০০% যুবকরা রাজধানী ঢাকায় অবস্থানরত যুবক/ যুবতীরা শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি পায় বলে মনে করে। নির্দিষ্ট কিছু শিল্প এলাকার বাইরে দেশের অন্যান্য এলাকায় শিল্প কারখানা সীমিত আকারে গড়ে উঠার কারণে কর্মসংস্থানের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের এলাকার বাইরে প্রান্তিক যুবগোষ্ঠীর কাজ খুঁজতে দেখা যায়। নিজেদের সীমিত শিক্ষা ও অপরিপূর্ণ আইসিটি দক্ষতা এবং সীমিত প্রশিক্ষণ জ্ঞান ব্যবহার করে শহুরে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত যুবগোষ্ঠীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের কাজ পাওয়া কষ্টকর। উপরন্তু দেশে উচ্চ যুব বেকারত্ব প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠীর কাজের সুযোগকে আরও সীমিত করে দিচ্ছে।

করণীয়ঃ সরকার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে যে শিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে, সেখানে প্রান্তিক যুবগোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের সুযোগ রাখা যেতে পারে। দেশের প্রান্তিক অঞ্চলে বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো সুবিধাসহ বিসিক শিল্পনগরী গড়ে তুললে প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠী নিজেদের এলাকায় কাজের সুযোগ পেতে পারে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রচলিত পন্থায় কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পাশাপাশি বিকল্প পন্থায় দক্ষতা সৃষ্টি ও কর্মসংস্থানের কথা বিবেচনায় নেয়া যায়। এসব প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠীর দক্ষতা ও নৈপুণ্য বিচারে প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক খেলাধুলা যেমন, ফুটবল, বলিবল, ক্রিকেট, সাঁতার, জিমনাস্টিক, ট্র্যাক এন্ড ফিল্ড, বক্সিং, নৌকাবাইচ, ইত্যাদি খেলায় দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। একই ভাবে বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে তাদের দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ দেয়া দেতে পারে। এসব প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করা যেতে পারে, যা তাদের কর্মনিয়োজনের বিকল্প উৎস হতে পারে।

দেখা গেছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণজনিত পার্থক্যের কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আরও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। এ বৈষম্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে ICT সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ না থাকার জন্য।

করণীয়ঃ সরকারি বিনিয়োগ বাড়িয়ে এ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ICT সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, এবং স্বল্পমূল্যে মোবাইল, ইন্টারনেট, ও কম্পিউটারের ব্যবস্থা করা জরুরী।

কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সরকারি পরিষেবায় সরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতায় বড় ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত থেকে প্রায়শই বঞ্চিত হয়। চাকুরী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন অন্যায্য পদক্ষেপ ও দুর্নীতির কারণে প্রান্তিক যুবগোষ্ঠী চাকুরীর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। সমতলের আদিবাসী ও হরিজন তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশায় কাজের সুযোগ হারাচ্ছে সরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যান্যদের কাজে অগ্রাধিকার দেবার কারণে।

করণীয়ঃ সরকারি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রচলিত পদ্ধতিতে জানানোর পাশাপাশি অপ্রচলিত ও আধুনিক পদ্ধতিতে জানানো বিশেষ জরুরী যেমন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, মোবাইল অ্যাপ এবং ওয়েব সাইট ইত্যাদি মাধ্যমে জানানো হয়। বিভিন্ন সরকারি কর্মসংস্থানে প্রান্তিক যুবগোষ্ঠীর যেমন- LGBT, বস্তিবাসী, মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ইত্যাদি অংশগ্রহণের জন্য মানদণ্ড শিথিল করা যেতে পারে। সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনলাইনের ব্যবহার এখনও সীমিত। ব্যবসায়ীরাও সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের নেতিবাচক মনোভাবের সমালোচনা করেছেন। এ ধরনের পরিষেবা দেয়ার ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের মনোভাবের পরিবর্তন প্রয়োজন বলে মনে করেন। সরকারি কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সকল তথ্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অনলাইন ভিত্তিক

কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরী। চাকুরীক্ষেত্রে ন্যায্যতা নিশ্চিত করা এবং দুর্নীতিমুক্তভাবে চাকুরীতে নিয়োজনের সুযোগ নিশ্চিত করা জরুরী।

সার্বিকভাবে, সরকারি পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিষেবার কার্যকরিতা নিশ্চিত বিধিবদ্ধ কাঠামো প্রতিপালন দরকার। অন্যদিকে সরকারি তথ্যের প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, সরকারি সুবিধা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা এবং সরকারের সহায়ক হিসেবে পরিষেবা পৌঁছে দেবার কাজে সরকারের পাশাপাশি এনজিও ও বেসরকারি খাতের কার্যকর ভূমিকা আরো বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

8. উপসংহার ও পরবর্তী করণীয়ঃ

বর্তমান গবেষণা থেকে প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা যারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সাথে জড়িত তাদের কার্যক্রম, কাজের সীমাবদ্ধতা এবং কার্যক্রম বিস্তৃতির সুযোগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। একইসাথে এসব সংস্থার পরিষেবার ক্ষেত্রে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে এ গবেষণায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানে আগামীতে এসব সংস্থার সঙ্গে আরো সক্রিয়ভাবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্রিয়ভাবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

সিপিডি-এশিয়া ফাউন্ডেশন আয়োজিত আজকের ডায়ালগে অংশগ্রহণকারী অংশীজনের কাছ থেকে ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে মূল্যবান মতামত প্রত্যাশা করা হচ্ছে।